সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত কোর্ট পিটিশন মামলার তদন্ত কার্যক্রম

ইলিয়াস হোসেন
পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)
ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব,
সিআইডি, ঢাকা।
০১৯১৯৯৩৩২২১

সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত কোর্ট পিটিশন মামলায় বাদীর দাখিলকৃত পিটিশনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগের সুনির্দিষ্ট বর্ননা অর্থাৎ সোস্যাল মিডিয়ার আইডি সর্ম্পকিত তথ্যাদি পূর্ণাঙ্গরুপে থাকেনা।

একটি নমুনা পিটিশন মামলার আরজী

মোকাম বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইবুনাল আদালত, ঢাকা।
সূত্রঃ পিটিশন মামলা নং- ৪৪৬/২০২০
ধারাঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২২/২৩/২৪/২৫/২৬/২৯/৩৫

অমিত হাসান
পিতাঃ- হাসান শরীফ
সাং- রুপপুর, ডাকঘরঃ- রুপপুর
থানা- নারায়নগঞ্জ সদর, জেলাঃ-নারায়নগঞ্জ
---------- বাদী।

-বনাম-

১। আব্দুল হান্নান
পিতা- ইয়াকুব আলী সর্দার
সাং- সারেং বাড়ী, পোস্ট- মনোয়ারা, থানা- ভেদরগঞ্জ, জেলা- শরীয়তপুর।

২। প্রনব কুমার দাস
পিতা- মৃত প্রমিত কুমার দাস
সাং- সাবেক নারায়নপুর, থানা- পাংশা, জেলা- রাজবাড়ী।

----------আসামীগন।

সাক্ষীগনের নাম ও ঠিকানাঃ

১। বাদী নিজে
২। আলিম খান

সাং- কবিরপুর, পোস্টঃ শ্যামলী
থানা- আশুলিয়া, জেলা- ঢাকা।

ঘটনার স্থানঃ
ডাঃ মোঃ এনামুল হক, পিতাঃ- আয়াত আলী, শেফা হেলথ ক্লিনিক, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ
বিগত ২৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ, সময় ০৮:১৫ ঘটিকা এবং ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ, সময় ১২:৩৫ ঘটিকা এবং সর্বশেষ ১৮/১০/২০২০ খ্রিঃ।

দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে নিবেদন এই যে,
১। যেহেতু, সূত্রোক্ত মামলার দরখাস্তকারী/বাদী একজন সহজ সরল, শিক্ষিত ও রাষ্ট্রীয় আইন মান্যকারী ব্যাক্তি বটে। অপরদিকে আসামীগন পরনারী আসক্ত, দুশ্চিরিত্র, পরধনলোভী ঠক, প্রতারক, অর্থ আত্মসাৎকারী চক্র সর্বপরী আইন অমান্যকারী ব্যাক্তি বটে।
২। যেহেতু দরখাস্তকারী বাদী ও তার স্ত্রীর একটি কন্যা সন্তান রহিয়াছে , যার নাম- আফরোজা আক্তার লিজা, বয়স ১০ বছর। উক্ত স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করে আসিতেছিল।

৩। যেহেতু, বাদীর স্ত্রী ও ১নং আসামী চাকুরীর সূত্রে পরিচিত হন এবং আসামী বিভিন্নভাবে প্রতারনা ও কৌশলে বাদীর স্ত্রীর ব্যক্তিগত ছবি তার মোবাইলে ধারন করে এবং বাদীর স্ত্রীকে বিভিন্ন ধরনরে কুপ্রস্তাব দেয়।

৪। যেহেতু, ১নং আসামী বিগত ২৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ ও ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ **Labonno** ও **Pria Akter** সহ বিভিন্ন ফেইক ফেসবুক আইডি থেকে বাদীর ও স্ত্রীর ভাই-ভাবী সহ অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মোবাইলে আসামীর সহিত বাদীর স্ত্রীর ব্যক্তিগত অশ্লীল ছবি ও বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ কথা শেয়ার করে ভাইরাল করে দেয়। বাদী স্মার্ট ফোন ব্যবহার না করায় তিনি তার সুমন্দীর মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়টি জানতে পারেন। সামাজিক তিরস্কার ও লজ্জার কারনে এবং একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তাসহ করোনা মহামারির কারনে বাদীর আদালতে মামলা দায়ের করতে কিছুটা বিলম্ব হয়।

৫। বাদীর কথায় আসামী রাজী না হওয়ায় ১ নং আসামী ২নং আসামীর সহায়তায় ফেইসবুকে বিভিন্ন ফেইক আইডি তৈরী করিয়া বাদী ও তার স্ত্রীর বন্ধু এবং পরিচিত- অপরিচিত মানুষদের সাথে বাদীর স্ত্রীর ব্যাক্তিগত ও অশ্লীল ছবিগুলো শেয়ার করতে থাকে। বাদীকে ০১৭---------- ও ০১৭---------- নম্বরে ২নং আসামী ফোন করিয়া ঘটনা সম্পর্কে জানাইয়া বলে, কোন স্ত্রীর আরো অশ্লীল ছবি আমাদের কাছে আছে। তুই তোর মোবাইল চেক কর। উক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি কোন থানা পুলিশকে কোন তথ্য দেওয়া হয় তাহলে তোর এবং তোর স্ত্রীর এমন অবস্থা করব আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেনা। এই বলিয়া বাদী ক্রমাগতভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে।

৬। যেহেতু, ১নং আসামী বাদীর স্ত্রীর ব্যক্তিগত অশ্লীল ছবি নিজ জিম্মায় রেখে ব্ল্যাক মেইল করে বিভিন্ন সময় বাদী এবং বাদীর স্ত্রীকে নানাভাবে হুমকি প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিওগুলো বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতে প্রচার করিয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২২,২৩,,২৫,২৯ এবং ৩৫ ধারায় অপরাধ করিয়াছে এবং ২নং আসামী উপরোক্ত কাজে ১নং আসামীকে সহায়তা এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে একই অপরাধ করিয়াছে।

৭। উপরোক্ত বিষয় নিয়া স্থানীয় থানায় অভিযোগ করিতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

অতএব, হুজুর আদালতের নিকট প্রার্থনা যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাদীর অত্র অভিযোগ গ্রহন করতঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২২, ২৩,২৫,২৯ এবং ৩৫ ধারায় অপরাধ আমলে নিয়া আসামীগনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্য করতঃ জেল হাজতে আটক রাখিয়া সুবিচার করতে সদয় মর্জি হয়।

এধরনের পিটিশন মামলার আবেদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত সংশ্লিস্ট জুরিডিকশনের অফিসার ইনচার্জ কে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা বা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

এসকল মামলার ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

১। এসকল ক্ষেত্রে কোর্ট থেকে পিটিশন মামলার আরজি তদন্তের জন্য পাওয়ার পরে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য বাদীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।

২। বাদী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হবে।

৩। বাদী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছায়ে কোন আলামতের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে আদালতের মাধ্যমে জব্দ করার নির্দেশনা সংগ্রহ পূর্বক জব্দ করতে হবে।

৪। জব্দকৃত আলামত যথাযথ প্রক্রিয়ায় ফরেনসিক পরীক্ষা পূর্বক মতামত সংগ্রহ করে রিপোর্ট/চার্জশীট প্রদান করতে।

বাদির প্রতি নোটিশ

ধারাঃ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬০

সূত্রঃ কোর্ট পিটিশন মামলা নং- ২০২০, ধারাঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২২/২৩/২৪/ ২৫/২৬/২৯/৩৫

জনাব,

আপনি সুত্রোক্ত কোর্ট পিটিশন মামলার বাদি। মামলার পিটিশনে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, ১নং আসামী গত ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে Laboni Hawui এবং ০৪/০৭/২০১৯ তারিখে Rima Akter নামক ফেসবুক আইডি খুলে আপনাকে, আপনার স্ত্রীর ভাই-ভাবি, বন্ধু-বান্ধব সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের কাছে আসামীর সহিত আপনার স্ত্রীর ব্যক্তিগত অশ্লীল ছবি শেয়ার করে ভাইরাল করে দেয়। আপনি আপনার পিটিশনে শুধু মাত্র ফেসবুক User Name হিসেবে Laboni Hawue এবং Rima Akter উল্লেখ করলেও অভিযুক্ত ফেসবুক আইডিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আরো তথ্যাদি উল্লেখ করেন নাই। এছাড়াও আপনি আপনার, আপনার স্ত্রীর ভাই-ভাবি, বন্ধু-বান্ধব সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের ফেসবুক আইডি কি তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। মামলার তদন্তকার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনার আবেদনে উল্লেখিত অভিযুক্ত ফেসবুক আইডিগুলো সহ আপনার, আপনার স্ত্রীর ভাই-ভাবি, বন্ধু-বান্ধব সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের ফেসবুক আইডিগুলোর তথ্যাদি সহ আসামীর সহিত আপনার স্ত্রীর ব্যক্তিগত অশ্লীল ছবি ফেসবুক আইডির মাধ্যমে পেয়েছে এমন এক বা একাধিক সাক্ষীকে অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। সাক্ষীকে যে ডিভাইসে (মোবাইল/ল্যাপটপ) ফেসবুক ব্রাউজ করে/চালায় তা সহ উপস্থিত হতে হবে।

এমতাবস্থায় মামলার সুষ্ঠ ও সঠিক তদন্তের স্বার্থে আপনি সহ আপনার স্বাক্ষীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সাক্ষ্য-প্রমান সংগ্রহ প্রয়োজন। উল্লেখিত প্রয়োজনে আপনাকে আপনার স্বাক্ষীসহ আগামী ---------- তারিখে থানায় উপস্থিত হয়ে মামলা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে আমাকে সাহায্য করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হল।

বিনীত

নোটিশের মাধ্যমে বাদীর নিকট যে সকল তথ্যাদি নিতে হবে

১। অভিযুক্ত ফেসবুক আইডি কোনটি তা নিশ্চিত হতে হবে।

২। অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির Facebook Personal Numeric ID নিতে হবে।

৩। অভিযুক্ত ফেসবুক আইডিতে মামলার কারন সংশ্লিষ্ট কোন বিতর্কিত পোষ্ট/শেয়ার থাকলে তা বাদি সহ

সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্ক্রিনশট আকারে নিয়ে জব্দ করতে হবে।
৪। বাদীর বা স্বাক্ষীর ফেসবুক আইডিতে (ম্যাসেঞ্জারে/টাইম লাইনে) মামলা সংশ্লিষ্ট কোন বিতর্কিত পোষ্ট/শেয়ার থাকলে বাদী এবং সাক্ষীর ফেসবুক আইডি ডাউনলোড করে নিতে হবে।
৫। বাদীর কোন ছবি যদি মামলার বিষয়বস্তু হয় তাহলে ছবি তোলার ডিভাইস নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাদির মোবাইল ডিভাইসটি জব্দ করতে হবে (মেয়েদের ছবি নিয়ে মামলার ক্ষেত্রে যদি আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ছবিটি সেলফি তোলা তবে অবশ্যই ভিকটিমের ডিভাইস জব্দ করতে হবে)।

বাদী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই

বাদী এবং স্বাক্ষীর প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আসামীর সাথে যোগসূত্র খুজতে হবে। যেমন ধরুন আপনি বাদী এবং সাক্ষীর সহায়তায় অভিযুক্ত আসামীর মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি কি তা জানতে পারলেন। এখন উক্ত মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডির সাথে অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির যোগসূত্র খুজবেন। বাদী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ে যদি অভিযুক্ত ফেসবুক আইডির সাথে সম্পৃক্ত কোন মোবাইল নম্বর বা ই-মেইল আইডি পাওয়া যায় তবে মোবাইল সেট সহ তা জব্দ করার জন্য নির্দেশনা চেয়ে আদালতের অনুমতিক্রমে জব্দ করতে হবে। জব্দকৃত আলামত যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইটি ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্থ

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসকল অভিযোগের ক্ষেত্রে বাদী কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারেন না। কারন মামলা পরববর্তী সময়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই অভিযুক্ত ব্যাক্তি কর্তৃক সোস্যাল মিডিয়ার অভিযুক্ত আইডির বিতর্কিত তথ্যাদি ডিলেট, আইডি ডিএ্যাকটিভেট বা আইডি-ই ডিলেট করা হয়ে থাকে।

অপরাধীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তি- অপরাধীর বিরুদ্ধে কখন, কি করে তা খোঁজ রাখা সহজ হলেও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধীকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

এর পরেও যদি আপনার মনে হয় ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়, সমস্যা আছে। তবে আপনি বাদিকে কয়েকজন লিটারেট স্বাক্ষী উপস্থাপন করতে বলবেন যারা ফেসবুকে এই ঘটনা অবলোকন করছেন।

উক্ত স্বাক্ষীরা বলবে আমি শ্রী সুমিত, গত ----------তারিখে অমিত নামে ও একটি ফেসবুক আইডির (আইডির সুনির্দিষ্ট আইডেন্টিফিকেশন থাকতে হবে) মাধ্যমে আমি দেখেছি যে, ভিকটিম এর ----------বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ছবি/ব্যাঙ্গত্বক লেখা প্রচার করে । ঐ

সময় কয়েকটি স্ক্রিনশট রাখা হয়েছিল, যার আপনার কাছে মামলার ডকেটের সাথে কোর্ট থেকে পাঠানো হয়েছে।

আসলে ঘটনা সত্য কিনা, বাদি শত্রুতামুলক মামলা দিয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যাচাইয়ের পরে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

আদালতে যেভাবে প্রতিবেদন লিখতে হবে-

সূত্রোক্ত পিটিশন মামলার আরজী পর্যালোচনা করি। বাদীর অভিযোগে উল্লেখিত অভিযুক্তদের ফেসবুক আইডি (১) Laboni Hawue, (২) Rima Akter এবং স্বাক্ষীদের ফেসবুক আইডি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানের জন্য গত---------- তারিখে বাদীকে নোটিশ করি। বাদী ---------- তারিখে নোটিশ মোতাবেক স্বাক্ষীসহ থানায় আসলে মামলা সম্পর্কে আলোচনা করি এবং মামলার আরজীতে উল্লেখিত অভিযুক্তদের ফেসবুক আইডি থানায় ব্যবহৃত ইন্টারনেট কানেক্টেড কম্পিউটার ব্যবহার করে আমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। বাদীকে আমি প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করি। বাদী তার আবেদনে উল্লেখিত কোন ফেসবুক আইডি পর্যবেক্ষণকালে দেখাতে সক্ষম হয়নি। বাদীর মানিত স্বাক্ষীরাও তাদের ফেসবুক আইডিতে অভিযুক্তদের ফেসবুক আইডির মাধ্যমে গৃহীত কোন তথ্য-প্রমান আমাকে দেখাতে পারেননি। বাদী কয়েকটি ছবি উপস্থাপন করলেও, ছবির সোর্স হিসেবে কোন সোস্যাল মিডিয়ার আইডির সাথে সম্পৃক্তা দেখাতে/উপস্থাপন করতে পারে নাই।

আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সাইবার/ডিজিটাল অপরাধগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখিত চরিত্র গুলো কাল্পনিক, কারো নামের সাথে মিলে গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয়।

প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার উল্লেখিত পদ্ধতির পরেও আরও উপায় থাকতে পারে। অপরাধ কিভাবে, কে, কখন করেছে নিয়ে তা নিয়ে আমার কাজ করার সময়ের পরে উক্ত অপরাধ করার ধরণ ও মামলা পরবর্তী সময়ে অপরাধী নির্নয় নিয়ে কাজ করার ধরণ/পদ্ধতি আমার লেখায় উল্লেখিত সমাধানের সাথে নাও মিলতে পারে।

-আপনাদের মূল্যবান সময় আমার সাথে কাটানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ-